**উত্তররামচরিত**[১০৪] ঃ রামকথার উত্তরার্ধ অবলম্বনে রচিত সপ্তাঙ্ক নাটক উত্তরচরিত নিঃসন্দেহে ভবভূতির নাট্যপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ অবদান এবং সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের অমূল্য

Scanned with CamScanner

সম্পদ। মূলতঃ বাল্মীকির কাহিনীকে অনুসরণ করলেও নাট্যকার মহাবীরচরিতের ন্যায় এতেও নাট্যপ্রয়োজনে অভীষ্ট পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। নায়কের মনে দাম্পত্য প্রণয়ের আদর্শবোধের সঙ্গে সামাজিক কর্তব্যবোধের দ্বন্দ্ব এই নাটকের বীজ। তবে মহাবীরচরিতের ন্যায় ঘটনার আমূল পরিবর্তন ঘটান হয় নি। এবং এখানে তাঁর উদ্ভাবিত কাহিনীগুলি যেমন মৌলিক, নাট্যরসের বিকাশ ও সার্থক ক্রমপরিণতিতে তেমনি শৈল্পিক কৌশলে সুসংযোজিত।

কাহিনী ঃ ১ম অঙ্কের পূর্ণগর্ভা সীতার অবসর বিনোদনের জন্য চিত্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। রামের সঙ্গে চিত্রদর্শন করতে করতে বিষণ্ণ সীতা নিদ্রিত হয়ে পড়েন; ইতিমধ্যে দূত দুর্মুখ এসে প্রজাদের মধ্যে সীতার চরিত্র সম্পর্কে কুৎসিত অপবাদের কথা অনিচ্ছাসত্ত্বেও জানাতে বাধ্য হলেন; রাম সীতাকে বিসর্জনের সিদ্ধান্ত করলেন। ২য় অঙ্কে সীতার নির্বাসনের পর বার বছর কেটে গেছে। তাপসী আত্রেয়ী ও বনদেবী বাসন্তীর কথোপকথনে জানা গেল রামচন্দ্র যজ্ঞ শুরু করেছেন, অন্যদিকে সীতার দুই পুত্র বাল্মীকির আশ্রমে পালিত হচ্ছেন। তারপর সশস্ত্র রাম শম্বুককে বধ করে অগস্ত্যের আশ্রমে এলেন। ৩য় অঙ্কে তমসা ও মুরলা নদীদ্বয়ের কথোপকথনে স্বামী-পরিত্যক্তা সীতার আত্মহত্যার সঙ্কল্প এবং গঙ্গা কর্তৃক সীতাকে রক্ষা ও তাঁর পুত্রদের বাল্মীকি-আশ্রমে প্রতিপালনের কথা জানা গেল। আশ্রমে ছায়াসীতা ও রামের সাক্ষাৎ হল, সীতার দুঃখে রামের মনোবিকলন ঘটেছে; অদৃশ্য সীতার স্পর্শে তিনি স্বাভাবিক চেতনা ফিরে পেলেন। ৪র্থ অঙ্কে জনক, কৌশল্যা প্রভৃতি বাল্মীকির আশ্রমে এসেছেন; সকলেই অসহায়া সীতার কথা আলোচনা করেছেন। এদিকে লক্ষ্মণের পুত্র চন্দ্রকেতু রামের অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে আসছেন শুনে সীতার পুত্র লব তাকে বাধাদানের জন্য প্রস্তুত হলেন। ৫ম অঙ্কে দুই বীর লব ও চন্দ্রকেতুর যুদ্ধ চলতে লাগল; হঠাৎ রামের আবির্ভাবে উভয়ে ক্ষান্ত হলেন। রাম লবের শৌর্যবীর্যের প্রশংসা করলেন। এই সময় কুশ এলেন, তার হাতে বাল্মীকিরচিত কাব্য; সেই কাব্যের নাট্যরূপ প্রদানের পরিকল্পনা চলছে। ৬ষ্ঠ-৭ম অঙ্কে ভরতের পরিকল্পনামত অপ্সরাগণ নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা করেছেন; নাটকের বিষয়বস্তু হল স্বামীর-পরিত্যক্তা সীতার দুঃখদুর্দশা; অভাগিনী সীতা আত্মহত্যার সঙ্কল্প করে ভাগীরথীর জলে ঝাঁপ দিলেন; তারপর পৃথিবী ও গঙ্গা সীতাকে নিয়ে তার দুই শিশু সন্তানকে কোলে করে আবির্ভূত হলেন। পৃথিবী রামের কঠোরতার নিন্দা করলেন, কিন্তু ভাগীরথী রামকে সমর্থন করলেন। এই নাটক দেখতে দেখতে বিমূঢ় রাম কখনও অভিনয়ে বাধা দেন, কখনও সংজ্ঞা হারান। অবশেষে অরুন্ধতীর সঙ্গে সীতা মোহগ্রস্ত রামের সকাশে উপস্থিত হয়ে শুশ্রূষা করে তাঁকে প্রকৃতিস্থ করলেন। প্রজারা সানন্দে সীতাকে বরণ করলেন। বাল্মীকি লব ও কুশকে পিতামাতার হাতে অর্পণ করলেন।

আলোচ্য নাটকে কাহিনী-বিন্যাস, উদ্ভাবনী শক্তি, ঘটনার সংঘাতে মুখ্য চরিত্রের মানসিক দ্বন্দ্ব এবং সব মিলিয়ে উচ্চাঙ্গের নাট্যরসসর্জনায় ভবভূতি অপ্রতিদ্বন্দ্বী মৌলিক শিল্পী এবং সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নাট্যকারগণের মধ্যে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। অনেকের

Scanned with CamScanner

মতে ভবভূতি উত্তরচরিতে নাট্যবস্তুর সন্নদ্ধ পরিণতির দ্বারা একটি সার্থক নাট্যকাব্য সৃষ্টি করেছেন; কিন্তু রামসীতার দাম্পত্য সম্পর্কের জটিল মানসিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের জন্য একে 'psychological play' (মনঃ-সমীক্ষাত্মক নাটক) বললেও অত্যুক্তি হয় না। আলেখ্য দর্শন ও ছায়া-সীতার পরিকল্পনা নাট্যকারের মৌলিক কল্পনার সার্থক রূপায়ণ। কারুণ্যবৃত্তির দীর্ঘসঞ্চায়ী আবেগ কখনও কখনও মেলোড্রামার পর্যায়ে পৌঁছালেও ভাবের সন্নদ্ধ পরিণতি ও গীতিধর্মিতা পাঠকের চিত্তকে আকৃষ্ট করে রাখে। মালতীমাধবে নায়ক-নায়িকার ঘটনা রাজপ্রাসাদের গণ্ডী অতিক্রম করে কল্পরাজ্যের সংঘাতময় বিচিত্র আবর্তে প্রবিষ্ট। বৌদ্ধ পরিব্রাজিকা, কাপালিক প্রভৃতি অসাধারণ চরিত্রের সমাবেশ, নায়িকার অপহরণ, মৃত্যুমুখ থেকে অলৌকিক উপায়ে রক্ষা প্রভৃতি উপাদান কথাসাহিত্যের রাজ্য থেকে সরাসরি গৃহীত। ভবভূতির গভীর জীবনবোধ দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ লঘুবৃত্তি প্রদর্শনের পক্ষে মানসিক প্রতিবন্ধী হয়েছিল, তাই তিনি বিদূষক চরিত্রকে সর্বত্র পরিত্যাগ করে সরস লঘুতাকে পরিহার করেছেন; অন্যদিকে প্রণয়ের দুর্নিবার আবেগ, অবরুদ্ধ বাসনার প্রক্ষোভ, প্রেম ও কর্তব্যের দ্বন্দ্বে দ্বিধাবিক্ষুব্ধ অন্তরের সংঘাত, প্রেমের আত্মনিবেদন, সহনশীলতা ও নিষ্পাপ শুচিতার ভাবমূর্তি, তারুণ্যের দুর্জয় শক্তি, যুদ্ধের উন্মাদনা প্রভৃতি প্রকাশে তিনি সর্বত্র অতুলন। নিসর্গের সুন্দর-ভয়ঙ্কর, শান্ত-রৌদ্র রূপের চিত্রকল্প বর্ণনায় ভবভূতি বাণের তুল্য সার্থক। রূপজ প্রেমের অনিরুদ্ধ উৎসার, দাম্পত্য প্রণয়ের মহান আদর্শ, ত্যাগ ও দুঃখের অনলে অন্তরের বিশুদ্ধীকরণ[১০৫] ভবভূতির নাট্যকাহিনীতে সার্থকভাবে ইঙ্গিতবহ হয়ে উঠেছে। 'বশ্যবাক্ শ্রীকণ্ঠ' ভবভূতির মহতী বাণীর ভাবব্যঞ্জনায় আধুনিক পাঠকের ন্যায় প্রাচীনেরাও মুগ্ধ হয়েছিলেন[১০৬]। কালিদাস ও ভবভূতির অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষমা প্রজ্ঞার দীপ্তিতে সংস্কৃত নাট্যসাহিত্য মহামূল্য সম্ভারে পরিপূর্ণ। কোনও রসিক সমালোচক তাই সাহসভরে বলেছেন, 'কালিদাস ও অন্যান্যেরা কবি, ভবভূতি মহাকবি'[১০৭]। তাঁর নাটকে প্রায় ৩০ প্রকার ছন্দ ব্যবহৃত। অন্যান্যদের তুলনায় ভবভূতির প্রাকৃত গদ্য কিছুটা দুর্বল এবং পুরোপুরি সংস্কৃতের ছায়ায় আশ্রিত; প্রাকৃত শ্লোক নেই। কালিদাসের ন্যায় তাঁরও বহু বাণী লোকোক্তির পর্যায়ে উন্নীত। ভবভূতির রচনারীতি সরল নয়, কখনও কখনও অতিজটিল; দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদের প্রয়োগে কখনও বা দুর্বোধ্য; সম্ভবতঃ তিনি স্বেচ্ছায় নাট্যরীতির মধ্যে মহাকাব্যিক শৈলীর মিশ্রণ ঘটিয়েছেন[১০৮]।

উত্তরচরিতের প্রসিদ্ধ টীকাকারগণ হলেন—বীররাঘব, আত্মরাম, লক্ষ্মণসূরি, ভট্টোজি শাস্ত্রী, রামচন্দ্র, ঘনশ্যাম, রাঘবাচার্য, পূর্ণ সরস্বতী, নারায়ণভট্ট, জীবানন্দ বিদ্যাসাগর, অভিরাম, প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ প্রভৃতি।

ভবভূতির রচনাশৈলীর উদাহরণে কতিপয় শ্লোক উল্লিখিত। একটি শ্লোকে বাক্-প্রশংসা—

কামান্ দুগ্ধে বিপ্রকর্ষত্যলক্ষ্মীং / কীর্তিং সূতে দুষ্কৃতং যা হিনস্তি।
তাং চাপ্যেতাং মাতরং মঙ্গলানাং / ধেনুং ধীরাঃ সূনৃতাং বাচমাহুঃ॥

উ. রা. ৫।৩০

Scanned with CamScanner

অপর একটি শ্লোকে সীতার সান্নিধ্যে রামের অন্তরে গভীর প্রেমের আনন্দাতিশয্য প্রকাশিত—

বিনিশ্চেতুং শক্যো ন সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা
প্রমোহো নিদ্রা বা কিমু বিষবিসর্পঃ কিমু মদঃ।
তব স্পর্শে স্পর্শে মম হি পরিমূঢ়েন্দ্রিয়গণো
বিকারশ্চৈতন্যং ভ্রময়তি চ সম্মীলয়তি চ॥ উ. রা. ১।৩৫

মালতীমাধবের একটি শ্লোকে মালতীর প্রেমে মুগ্ধ মাধবের চিত্তে আনন্দের উচ্ছ্বাস—

লীনেব প্রতিবিম্বিতেব লিখিতেবোৎকীর্ণরূপেব চ
প্রত্যুপ্তেব চ, বজ্রলেপঘটিতেবান্তর্নিখাতেব চ।
সা নশ্চেতসি কীলিতেব বিশিখৈশ্চেতোভুবঃ পঞ্চভিশ্
চিন্তাসন্ততি-তন্তুজাল-নিবিড়স্যূতেব লগ্না প্রিয়া॥ মা. মা. ৫।১০

সরল স্বচ্ছন্দ ভাষা ও বিদগ্ধ ভাবসমৃদ্ধিতে তিনি যেমন অনায়াস, বাহ্য আড়ম্বর সৃষ্টিতেও তেমনি দক্ষ—

গুঞ্জৎ-কুঞ্জ-কুটীর-কৌশিক-ঘটা-ঘূৎকারবৎ-কীচকঃ
স্তম্বাড়ম্বর-মূক-মৌকুলি-কুলঃ ক্রৌঞ্চাবতোঽয়ং গিরিঃ। উ. রা. ২।২৯

অর্থগাম্ভীর্যের সঙ্গে শব্দাড়ম্বরের সমন্বয় সাধনের জন্যে তিনি কখনও কখনও পদ্যে ও গদ্যে উভয়ত্র ওজোগুণ ও শব্দালঙ্কারের সমাবেশ ঘটিয়েছেন—উচ্চণ্ড-বজ্রখণ্ডাবস্ফোটনপটুতর-স্ফুলিঙ্গবিকৃতিঃ উত্তালতুমুল-লেলিহান-জ্বালাসম্ভার-ভৈরবো ভগবান্ উষর্বুধঃ। উ. রা. ৬ষ্ঠ

Scanned with CamScanner